বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ২৪তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ২৪তম সভা ০৬/১১/২০১৯ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ২৩ তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। বিগত সভার রেকর্ডনোটসের ক্রমিক নং ২,৩ ও ৬ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত (যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে) ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালিত মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যায়ে ২৩তম সভা হতে ২৪তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচীর প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১।	Bill of Entry ওভারডিউ থাকা অবস্থায় আমদানি প্রসঙ্গে	Bill of Entry ওভারডিউ থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকদের অনুকূলে নতুন এলসি স্থাপন না করার বিষয়টি সভায় পুনঃআলোচিত হয়। এফইপিডির আমদানি নীতি শাখার প্রতিনিধি এ বিষয়ে এফইওডির সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। এ বিষয়ে সভার সভাপতি আমদানি নীতি শাখাকে আগামী ৩০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ (আমদানি নীতি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।
২।	এলসি আইডি ও এইচএস কোড এর ভিত্তিতে বিল অব এন্ট্রি সমন্বয়ের নির্দেশনা GFET-2018, Vol-1, Chapter-7, Section-II, Para-31(B) তে অন্তর্ভুক্ত করা প্রসঙ্গে	GFET-2018, Vol-1, Chapter-7, Section-II, Para-31(B) অনুযায়ী বিল অব এন্ট্রি/কাস্টমস সার্টিফাইড ইনভয়েস সংশ্লিষ্ট আইএমপি ফর্ম ও ইনভয়েসের বর্ণনার সাথে পরীক্ষা করে দেখার এবং উহা BBOIMS এ রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে সভায় পুনঃআলোচনা করা হয়। এলসি আইডির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট আইএমপির বিপরীতে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের নির্দেশনা ইতোমধ্যে এফইওডি কর্তৃক জারী করায় নতুন করে নির্দেশনা দেয়ার আবশ্যকতা নেই মর্মে সভায় এফইওডির প্রতিনিধি উল্লেখ করেন। তবে, এ বিষয়ে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের সময় আইএমপি, এলসি নম্বর এর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কমার্শিয়াল ইনভয়েস নম্বর সংক্রান্ত একটি Field View করার ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের বর্তমান কার্যক্রম আরও সহজতর হবে মর্মেও এফইওডি অবহিত করেছে। সার্বিক আলোচনান্তে, Information System Development and Support Department(ISDSD) এর সহায়তায় FEOD'র ইমপোর্ট ট্রেড শাখা আগামী ৩১/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফইওডি (ইমপোর্ট ট্রেড শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।
৩।	একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি মূল্য	একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি মূল্য পরিশোধের কারণে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে সভায় পুনঃআলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত FEOD'র প্রতিনিধি এ জাতীয়	এফইওডি (ইমপোর্ট ট্রেড শাখা),

	পরিশোধ প্রসঙ্গে	মূল্য পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক সমূহকে Discourage করা প্রয়োজন মর্মে অবহিত করেন। ক্ষেত্র বিশেষে এ জাতীয় মূল্য পরিশোধের আবশ্যকতা দেখা দিলে case to case ভিত্তিতে উক্ত বিভাগ কর্তৃক বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। তবে, এ বিষয়ে Online Import Monitoring System এ সংযোজনযোগ্য কোন সাধারণ উপায় আছে কিনা সে বিষয়ে আরও পর্যালোচনার আবশ্যকতা রয়েছে মর্মেও উল্লেখ করা হয়। সভাপতি FEOD'র গৃহীত কার্যক্রম ৩০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান।	বাংলাদেশ ব্যাংক।
৪।	বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের তথ্য রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন unit code ব্যবহার করার বিষয় বিবেচনা প্রসঙ্গে।	বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে আমদানি/রপ্তানির তথ্য রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এফইওডিতে রিপোর্টিংয়ের সময় Pricing unit code এবং পরিসংখ্যান বিভাগে Statistical unit code ব্যবহারের ব্যাপারে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধি কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন Spare Parts, Pillow case, Terry Towel, Capsule caps etc. এ Pricing unit- unit/piece এবং Statistical unit-kgতে নিরূপণ করা হয় মর্মে উল্লেখ করে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করে ISO Standard/First Schedule-Bangladesh Customs Tariff অনুযায়ী Unit Code ব্যবহার করা যায় কিনা তা প্রস্তাব করেন। বাস্তব ক্ষেত্রে যে সকল ব্যাংক CBS(Core Banking System) থেকে Data process করে তাদের পক্ষে আলাদা আলাদা Data প্রদান করা কষ্টসাধ্য হয় মর্মেও উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিরা একমত পোষণ করেন। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি এফইওডির তত্ত্বাবধানে এফইপিডি, ISDSD ও পরিসংখ্যান বিভাগ এবং আইবিবিএল ও সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। কমিটি সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সভাপতি বরাবরে রিপোর্ট প্রদান করবেন।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৫।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিয়ম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ তে উল্লেখিত নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তন/পরিবর্ধন প্রসঙ্গে।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিয়ম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ এ নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানে সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে নির্দিষ্ট কিছু খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে আকলন/বিকলনের সুযোগ রয়েছে যা বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে ব্যাংকগুলোর পক্ষে মেনে চলা অধিকতর কঠিন হয়ে যাচ্ছে মর্মে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধি মতামত ব্যাক্ত করেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর পক্ষে অনেকগুলি শর্তসহ একাধিক প্যারামিটার স্থাপন করে সিষ্টেম অটোমেশন করাও সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে লেনদেন করতে গ্রাহকেরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মর্মেও অধিকাংশ ব্যাংক প্রতিনিধি একমত পোষন করে গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধানের যৌক্তিক পরির্তনের জোর অনুরোধ জানান। সার্বিকভাবে, এফইপিডির সংশ্লিষ্ট শাখা বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফইপিডি (এএন্ডএনএফ বিপি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।
৬।	আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রাক্কালে ১১০% ইন্স্যুরেন্স কভার প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে।	আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রাক্কালে ১১০% ইন্স্যুরেন্স পলিসি/সার্টিফিকেট প্রদানের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলনের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ ও GFET অনুযায়ী আমদানি ঋণপত্র খোলার প্রাক্কালে ইন্স্যুরেন্স কভার পলিসি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত বিধানগুলোতে আমদানি মূল্যের উপর ১১০% ইন্স্যুরেন্স কভার নেয়ার বিধান সুনির্দিষ্টভাবে না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন টীম পরিদর্শনকালে ১১০% ইন্স্যুরেন্স কভার নেয়ার সুপারিশ করেন মর্মে উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন।	বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ (আমদানি নীতি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।

		উল্লেখ্য, ইন্স্যুরেন্স কভারের বিষয়ে UCPDC-600, Article-28 অনুযায়ী এলসিতে উল্লেখিত দ্রব্য মূল্যের উপর এলসির শর্তানুযায়ী ইন্স্যুরেন্স পলিসি/সার্টিফিকেট প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু যদি এলসিতে ইন্স্যুরেন্স কভারের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা না থাকে তাহলে পন্যের CIF অথবা CIP মূল্যের উপর ন্যূনতম ১১০% হারে ইন্স্যুরেন্স কভারের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে মর্মেও সভায় আলোচিত হয়। সার্বিক আলোচনান্তে, এফইপিডির সংশ্লিষ্ট শাখা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে উদ্যোগ গ্রহন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৭।	Deffered/ Usance Payment ভিত্তিক রপ্তানি বিলের বিপরীতে বিল অফ এক্সচঞ্জ এর উপর ০.২০% হারে Stamp Duty আদায় প্রসঙ্গে।	Stamp Act, 1899 (Act-II of 1899) এর আওতায় অর্থ বিল-২০১২ (বাংলাদেশ গেজেট, ৩০ জুন ২০১২) Schedule-I এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪ নং ধারার ১৩(এ) নং অনুচ্ছেদে "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এ ০.২০% হারে Stamp সংযুক্ত করার নির্দেশনা অনুযায়ী Stamp প্রদানের ব্যাপারে রপ্তানিকারকেরা আপত্তি জানাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন প্রস্তাব করেছেন। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের সাথে জড়িত বিধায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।	সকল এডি ব্যাংক
৮।	বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে ইএক্সপি সংক্রান্ত ভূল সংশোধনীর ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।	বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে রিপোর্টকৃত ইএক্সপি সংক্রান্ত যে কোন সংশোধনী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ০১(এক) মাস বা ততোধিক সময় অব্দি অপেক্ষা করতে হয় মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়টি দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে, ছোট খাট ভূল-ত্রুটি/কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংশোধন করার জন্য স্ব স্ব ব্যাংকের হাতে ক্ষমতা প্রদান বা বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রেরিত মেইল/পত্রাদি সরাসরি গ্রহণের জন্য সভায় আলোচনা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি এফইওডির তত্ত্বাবধানে এফইপিডি ও ISDSD এবং সোনালী, আইবিবিএল, এইচএসবিসি, মিডল্যান্ড ও সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে আগামী ৩১/০১/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১৯ এর প্রাথমিক খসড়ার উপর মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।	বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৪৭ বাংলায় প্রণয়নসহ আধুনিক ও যুগোপযোগী করে প্রস্তুতকৃত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১৯ এর প্রাথমিক খসড়ার উপর ৩১/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদান করার জন্য সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সময়সীমার মধ্যে শুধুমাত্র ২-৩ টি ব্যাংক তাদের মতামত প্রদান করেছে। এক্ষণে, সভাপতি মহোদয় বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় স্ব স্ব ব্যাংকের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মতামত আগামী ৩০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে এফইপিডিতে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল এডি ব্যাংক
১০।	বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা প্রসঙ্গে।	বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা সংক্রান্ত এফ.ই. সার্কুলার নং- ৩১, তারিখঃ ০৬/০৮/২০১৯ এ বর্ণিত ১৫০০.০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ১৫০০ মার্কিন ডলার সমমূল্যের দেশীয় টাকার বিপরীতে প্রযোজ্য হারে নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। তাছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংকে এ বিষয়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়টিও আলোচিত হয়। এছাড়াও, ১৫০০ মার্কিন ডলারের অধিক অর্থের বিপরীতে নগদ সহায়তা পরিশোধের ক্ষেত্রে শর্তানুযায়ী Employment certificate ব্যাংকগুলোতে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা থাকে। অনেকক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় উক্ত সার্টিফিকেট লিখিত থাকার কারণে প্রণোদনা পরিশোধে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মেও ব্যাংক প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন। সার্বিক বিষয়	এফইপিডি (এলডিএ শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।

		পর্যালোচনা করে এফইপিডির এলডিএ শাখা প্রযোজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
১১।	Online Import Monitoring System (BBOIMS)এ বিভিন্ন স্তরে এইচএস কোড রিপোর্টিং প্রসঙ্গে।	বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Import Monitoring System(BBOIMS) এ রিপোর্টিংয়ের সময় বিভিন্ন স্তর যেমনঃ এলসিএএফ, এলসি ও আইএমপি রিপোর্টিংয়ের সময় এইচ এস কোড রিপোর্ট করতে হয় যাতে অনুৎপাদনশীল অতিরিক্ত পরিচালন সময় ব্যয় হয় মর্মে সিটি.এন.এ ব্যাংকের প্রতিনিধি উল্লেখ করে এক্ষেত্রে শুধু একটি স্তরে এইচএস কোড রিপোর্ট করার জন্য প্রস্তাব করলে উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিরা সহমত পোষন করেন। এ ব্যাপারে এফইওডি ISDSD ও পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশেষে সভায় যোগদানপূর্বক মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।